104

আজকের কাগজ

তারিখ ..0 8. AUG 1994

পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি

শিক্ষকরা কোন ক্লাস নেননি উত্তেজনাও প্রশমিত হয়নি

❑ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়-এর সামনে আজ ছাত্রদের অবস্থান ধর্মঘট

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ঃ গত ৪ আগস্ট ব্যাপক সন্ত্রাস এবং শিক্ষক আহত ও লাঞ্ছিত হবার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির আহূত দু'দিনব্যাপী কর্মবিরতির প্রথম দিন গতকাল অতিবাহিত হয়। শিক্ষকরা কোনো ক্লাস 'নেননি। লাইব্রেরী, অফিস ও প্রশাসনিক ভবন খোলা ছিলো। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি ছিলো খুবই কম। তবে মধুর কেন্টিন ছিলো জমজমাট। যার অধিকাংশই নতুন মুখ বা বহিরাগত। তারাই পুরো মধুর কেন্টিন এলাকা ছাত্রদলের নেতা-কর্মিদের ও মধুর কেন্টিনে দেখা যায়।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তেজনা গতকাল পর্যন্ত প্রশমিত হয়নি। গত শনিবার গভীর রাতেও ৮/১০ রাউন্ড গুলির শব্দ শোনা গেছে। বিশ্ববিদ্যালযের উত্তর পাড়া (সূর্য সেন, মহসিন ও জিয়া হল এলাকা) থেকে ৪/৫ রাউন্ড গুলির শব্দ হয়। পর পরই টিএসসি এলাকায়ও ৪/৫ রাউন্ড গুলির শব্দ শোনা যায়। বিশ্ববিদ্যালয় অস্ত্রধারীদের আনাগোনাও অব্যাহত রয়েছে। এসব অস্ত্রধারীদের সঙ্গে সঙ্গে গত দু'তিনদিন ধরে ক্যাম্পাস তার আশপাশে মোটর সাইকেলের আনাগোনাও লক্ষ্যণীয়ভাবে বেড়েছে। টিএসসি এলাকায় একদল এবং কলাভবনের মধুর ক্যান্টিনে অন্যদল মহড়া দিচ্ছে। পুলিশ সমাগমও প্রচুর। সাদা এবং নীল পোশাকের পুলিশরা পুরো ক্যাম্পাস ছেঁকে ধরেছে। নীল পোশাকধারী পুলিশের কয়েকটি গাড়ি বিভিন্ন গেট ও টিএসসি এলাকায় অবস্থান করছে। নীল পোশাকী পুলিশের নীল রঙা গরম পানির'র একটি গাড়ি সার্বক্ষণিক টিএসসি এলাকায় থাকতে দেখা গেছে।

দুপুরে ছাত্রলীগ (ম-ই) সন্ত্রাসী ঘটনার তদন্ত ও সংশ্লিষ্টদের গ্রেফতার এবং বিচারের দাবিতে শিক্ষা ভবন এলাকা থেকে মিছিল নিয়ে প্রেস ক্লাবে যায়। এখানে ছাত্রলীগ একটি সমাবেশ করে। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মঈনুদ্দীন হাসান চৌধুরী, ইকবালুর রহিম, খিজির হায়াত ও পংকজ নাথ, আকতার হোসেন প্রমুখ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগও সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্ররা গতকাল ভিসির কাছে সন্ত্রাস এবং শিক্ষক লাঞ্ছিত ও আহতের ঘটনার তদন্ত এবং জড়িতদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবিতে ভিসি অধ্যাপক এমাজ উদ্দীন আহমদের কাছে এ স্মারকলিপি পেশ করে। এখানে স্মারকলিপির বক্তব্য নিয়ে ভিসি এবং ছাত্রদের মধ্যে কিছুটা মতদ্বৈধতা দেখা দেয়। ছাত্ররা তাদের স্মারকলিপিতে ঘটনার সময় পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকায় প্রশ্ন তোলে। এই "কর্তৃপক্ষের ভূমিকা" সম্পর্কিত বক্তব্যে ভিসি আপত্তি করেন। তিনি ছাত্রদের জানান, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলা আপত্তিজনক। কেননা, আমরা সেদিন সাধ্যমতো ভূমিকা রেখেছি। শিক্ষকদের কাছে এই সময় গিয়েছি।

কিন্তু শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে ছাত্ররা এ ব্যাপারে দেখা করলে তিনি জানান, ভিসিকে আমাদের অবস্থা জানানেরও অন্তত ৪৫ মিনিট পর তিনি আমাদের কাছে আসেন।

এদিকে শামসুন্নাহার হল গেটে গত পরশু সকালে নিলুফার ইয়াসমীন মনি নামে এক ছাত্রদল কর্মিকে ছাত্রলীগ কর্মিরা অস্ত্র প্রদর্শন করে বলে জানা গেছে। তিনি এ ব্যাপারে একটি মামলা করেছেন।

বাংলাদেশ প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তরা সন্ত্রাস দমনে সরকারকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলে অভিহিত করেন। ব্যবস্থাপনা বিভাগের ছাত্ররাও সন্ত্রাসী ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছে। এ বিভাগের দু'শ' ছাত্র-ছাত্রী এক বিবৃতিতে সন্ত্রাস ও শিক্ষক লাঞ্ছিত হবার তদন্ত ও জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছে।

এদিকে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ এ ঘটনার প্রতিবাদে আজ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট পালন করবে।